সংবাদ

তারিখ 06 APR 2008

ঢাবি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ কী স্বেচ্ছাচারী শিক্ষকদের আখড়া

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে কী ঘটছে? কিছুদিন আগে বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে ৫২ ফার্স্ট ক্লাস বেলেস্কারি হয়ে গেল। কিন্তু দোষী প্রমাণিত হওয়ার পরও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বিরুদ্ধে অর্থবহ কোন ব্যবস্থা নেয়া হলো না। শুধু খাতা দেখার কাজটি তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হলো। আমরা তখনই বিস্মিত হয়েছি। তখনই মনে হয়েছে, এই বিভাগটি একটি স্বেচ্ছাচারী বিভাগে পরিণত হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে কোন কোন শিক্ষক নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো বিভাগটিকে চালানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন, শিক্ষা ও শিক্ষকের নৈতিকতা, সাধারণ সভ্য-ভব্যতাকে পদদলিত করে, শিক্ষার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে নস্যাৎ করে নিজস্ব পন্থা, পদ্ধতি ও বিশ্বাসকে শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন। একে আর যাই বলা হোক না কেন, শিক্ষকতা বলা যাবে না।

সর্বশেষ ঘটনা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের জনৈক অধ্যাপক পাঠদানের নামে শ্রেণীকক্ষে কোন কোন ধর্মকে কটাক্ষ করা এবং কোন কোন ধর্মে বিশ্বাসীদের বিশ্বাসে আঘাত হানার 'পবিত্র' ও সাম্প্রদায়িক দায়িত্বটি কাঁধে তুলে নিয়েছেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে। নিজের লেখা একটি সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ জোর করে শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। এভাবে ওই শিক্ষক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ধর্মভিত্তিতে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে চলেছেন অবলীলাক্রমে।

'প্রাচ্যের রাজনৈতিক দর্শন' কোর্স পড়াতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলকভাবে নিজের লেখা 'ইসলামে পোশাক প্রাথমিক সূত্র ও শর্তসমূহ' বইটি পড়াচ্ছেন। এবং বইটির সঙ্গে মূল কোর্সের কোন মিল নেই। বিভাগের কয়েকজন মুসলিম শিক্ষার্থীর উদ্ধৃতি দিয়ে একটি জাতীয় দৈনিকে লেখা হয়েছে, মূল কোর্সের সঙ্গে সঙ্গতি রয়েছে এমন কোন অধ্যায় বা বিষয় বইয়ে নেই। শুধু পাস করতে হবে- এই বাধ্যবাধকতায় শিক্ষার্থীরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বইটি মুখস্থ করে পরীক্ষা দিচ্ছে। মূল কোর্সের সঙ্গে মিল না থাকলেও গত ২৪ মার্চ শিক্ষার্থীরা বাধ্য হয়েছে ওই বইয়ের ওপর ১০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে। প্রায় পাঁচ মাস ধরে এই বইটি তিনি ছাত্রছাত্রীদের জোর করে পড়াচ্ছেন, বইয়ে অন্য ধর্মগুলোকে হেয় করা হয় এমন অনেক বক্তব্য রয়েছে। এতে করে বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার ভেদরেখা টেনে দিচ্ছেন শিক্ষক। নারীর পোশাক ও চলাফেরা সম্পর্কেও অশালীন বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে বইটিতে। এ সম্পর্কে বিভাগের একজন ছাত্রের মন্তব্য হচ্ছে 'পাঁচ মাস ক্লাস করার পর বুঝতে পারছি যে, তিনি আমাদের প্রাচ্যের রাজনৈতিক দর্শন পড়াচ্ছেন না। বরং ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন।' অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগকে তার ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করছেন। এবং নিজের ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মকে হেয়প্রতিপন্ন করা ও অন্য ধর্মকে কটাক্ষ করার কাজে ব্যবহার করছেন। এটা যে তিনি অসৎ উদ্দেশ্য থেকেই করছেন সেটা পরিষ্কার বোঝা যায় একজন ছাত্রের বক্তব্য থেকে যেখানে তিনি বলেছেন, পরীক্ষার পর [সংশ্লিষ্ট] শিক্ষক তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, বইটি পড়ে সে যা বুঝেছে তা আর পাঁচজন ব্যক্তিকে বোঝাতে পারবে কি না। হ্যাঁ বোধক উত্তর দিলে ওই শিক্ষক তাকে বলেছেন, নম্বর নিয়ে চিন্তা করো না। অর্থাৎ তার বই এবং বই থেকে শিক্ষা দেয়ার প্রক্রিয়াটিকে 'আর পাঁচজন ব্যক্তি'র মাঝে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়ানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছেন এবং যারা তার এই অসৎ প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হবে তাদের 'নম্বর নিয়ে চিন্তা করতে হবে না'। শুধু পাঠদানেই সাম্প্রদায়িকতা নয়, পরীক্ষার নম্বর দেয়ার ব্যাপারেও অসততা করছেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষক।

অথচ কর্তৃপক্ষ নীরব-নিষ্ক্রিয়। সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বলেছেন, বিভাগের কোর্স শিক্ষক হিসেবে তিনি যে কোন বই শিক্ষার্থীদের পড়াতে পারেন। এ প্রসঙ্গে আমাদের হতবাক করেছে বিভাগীয় চেয়ারম্যানের বক্তব্য, তিনি বলেছেন যে বইটি পড়ানো হয়েছে সেটা কোন রেফারেন্স বই নয়। এবং তা কোর্সের সঙ্গে তেমন সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তবে শিক্ষক চাইলে যে কোন বই তার কোর্সে পড়াতে পারেন। সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এবং বিভাগীয় প্রধানের কাছে প্রশ্ন, রেফারেন্স বই নয়, কোর্সের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন বই কী ইচ্ছা করলেই একজন শিক্ষক পড়াতে পারেন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কি কারিক্যুলাম নির্ধারণের কোন নিয়ম বা বিধি নেই? কোন একাডেমিক কাউন্সিল নেই? কোন সিনেট-সিন্ডিকেট নেই? একজন শিক্ষক কী চাইলেই ফুটপাত থেকে 'পিন-আপ' বই কিনে ক্লাসে পড়াতে পারেন?

পারেন না। এটা শিক্ষকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাস প্রচারের জায়গাও নয়। এখানে ৫২ ফার্স্ট ক্লাস দেয়ার দুর্নীতি যেমন চলবে না, তেমনি ধর্মকে কটাক্ষ করে সাম্প্রদায়িকতা প্রচারও চলতে দেয়া চলবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে নিয়ম, বিধি, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, আদর্শ এবং বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে এটা তার বিরোধী। রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন ও সংবিধানবিরোধী। ছাত্রছাত্রীদের সাম্প্রদায়িকতা শিক্ষা দেয়ার অধিকার কারও নেই। সুতরাং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট এই শিক্ষকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঔদ্ধত্য ভরে একটি জাতীয় দৈনিকে তিনি বলেছেন : হিন্দু ছাত্ররা চাইলে কোর্স ছেড়ে দিতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কোর্সে কারা পড়বে বা কারা পড়বে না সেটা কী একজন শিক্ষকের স্বেচ্ছাচারিতা আর সাম্প্রদায়িক আচরণ দিয়ে নির্ধারণ করা হবে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা এর জবাব চাই? সংশ্লিষ্ট এই শিক্ষককে এখনও কেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখা হয়েছে তারও জবাব আমরা ঢাবি কর্তৃপক্ষের কাছে চাই।